বান্দাহ যদি মনে মনে কিছু ভাবেন সে জন্য আল্লাহ কি শাস্তি দেবেন?

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহহু।

আজকের আলোচ্য বিষয়: "বান্দাহ যদি মনে মনে কিছু ভাবেন সে জন্য আল্লাহ কি শাস্তি দেবেন?"

উপরের প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের *২ নম্বর সূরা আল বাকারাহ এর ২৮৪- ২৮৬* আয়াত ৩ টির অর্থ ও তাফসীর ভালোভাবে বুঝতে হবে।

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

*-নভোমণ্ডল এবং ভুমন্ডল এ যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর এবং তোমাদের **অন্তরে** যা কিছু রয়েছে তা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন; অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয় শক্তিমান।*

যে কাজের শুধু মনে মনে কল্পনা করা হয়েছে, সে সব গুলোর ও হিসাব গ্রহণ করা হবে।

এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যে সব কাজ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার হিসাব গ্রহণ করবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্ত

ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে অনিচ্ছাকৃত ধারণার ও হিসাব নেওয়া হবে।

এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রাসূল (সাঃ) এর কাছে আরজ করলেন, *ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব নেওয়া হবে। মনে যে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব নেওয়া হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে প্রতিটি কল্পনারও হিসাব নেওয়া হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়।*

মহানবী (সাঃ) আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন কিন্তু উক্ত আয়াতের শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না; বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আপাতত আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে তা সহজ হোক কিংবা কঠিন- মুমিনের কাজ হলো তা মেনে নেয়া।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ মতো কাজ করলেন; যদিও তাদের মনে এ সংশয় ছিল যে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুব কঠিন।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মুসলমানদের আনুগত্যের প্রশংসা করলেন (২:২৮৫ ও ২:২৮৬) এবং বিশেষ ভঙ্গিতে সন্দেহের নিরসন করে বলেন, *আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোনো কাজের নির্দেশ দেন না।*

কাজেই অনিচ্ছাকৃত যে সমস্ত কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, এরপর সেগুলো কাজে পরিণত করা না হয়, সেগুলো আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমাযোগ্য। যে

সব কাজ ইচ্ছে করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। কুরআনে বর্ণিত এ আয়াতের ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মানুষিক উদ্বেগ দূর হয়।

(মুসনাদ আহমদ ২/৮১২, ১/৩৩২; মুসলিম ১২৫; রেফারেন্স: কুরআনুল করিম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬৩)

এ প্রসঙ্গে আরো একটি হাদিস:

রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

কেয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ তাকে এক এক করে সব গুনাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন: এ গুনাহটি কি তোমার জানা আছে। মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ তায়ালা বলবেন: আমি দুনিয়াতেও তোমার গুনাহ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হয়।

পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

(বুখারী ২৪৪১; মুসলিম ২৭৬৮)

হে আল্লাহ, সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারাহ এর ২৮৫ ও ২৮৬ আয়াত এর বদৌলতে আমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: যখন রাসূলাল্লাহ (সাঃ) এর উপর *সূরা বাকারার ২৮৪ নম্বর আয়াতটি* নাজিল হলো :

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

-*নভোমণ্ডল এবং ভুমন্ডল এ যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর এবং তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন; অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয় শক্তিমান।*

তা সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন মনে হলো।

সাহাবীগণ তখন রাসূল (সাঃ) এর দরবার এ গমন করে নতুজান হয়ে নিবেদন করলেন:

ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাত, জিহাদ, সিয়াম, সদাকা ইত্যাদি কাজসমূহ আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে, যা আমরা আদায় করতে সক্ষম। অথচ আপনার উপর যে আয়াতটি নাজিল হয়েছে, তা আমরা পালন করতে অপারগ।

রাসূল (সাঃ) বললেন: *তোমাদের পূর্বের দু কিতাবধারী ইহুদি ও নাসারারা যেমন বলেছিলো, আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম তোমরাও কি তেমন বলতে চাও?*

বরং তোমরা এভাবে বলো:

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

-আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম, হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর আপনার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (২:২৮৫)

জনতা যখন এটি তেলাওয়াত করলো এবং তাদের জিহবা অনুগত হলো তখন আল্লাহ পাক উক্ত (২৮৪) আয়াতের পর নিম্নোক্ত (২৮৫) আয়াতটি নাজিল করেন:

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

-রাসূল বিশ্বাস করেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে এবং ঈমানদারগণও। প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং তারা বলেছেন, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন স্থল।

যখন সাহাবীগণ এসব করলেন তখন আল্লাহ উক্ত ২৮৪ আয়াতের হুকুম বদলে নিচের আয়াত (২৮৬) নাজিল করেন:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

- *আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কাউকে দায়িত্ব দেন না। সে যা ভালো করেছে তা তার কল্যাণে আসবে এবং যা মন্দ করেছে তা তার বিপক্ষে আসবে। হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন ভার চাপিয়ে দেবেন না যা আমাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছেন। আর আমাদের উপর এমন ভার দেবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের মুক্তি দান করুন, ক্ষমা করুন এবং রহমত করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে কাফেরদের উপর সাহায্য করুন।*

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। তার জন্য তার সওয়াব রয়েছে এবং আজাবও রয়েছে।

তারা বলে, *হে আমাদের রব! আমরা ভুল করে থাকলে সেজন্য আপনি আমাদের গ্রেফতার করবেন না।* আল্লাহ তায়ালা বলেন, *আচ্ছা তাই হবে।*

আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাক্তিদের উপর যেমন আপনি (কঠিন আজাবের) বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমন কোনো বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না।

আল্লাহ বলেন, ***আচ্ছা তাই হবে।***

তারা বলেন, *হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন কোনো দায়িত্ব ভার দিবেন না যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর আমাদের গোনাসমূহ মোচন করে দিন। আমাদের ক্ষমা করে দিন, আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই কাফেরদের উপর আমাদের বিজয় করুন।*

আল্লাহ বলেন: ***আচ্ছা তাই হবে।***

(মুসলিম ১২৫; আহমদ ২৭, ৯০৪; রিয়াদুস সালেহীন ১৬৮)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মাত্র ৩টি আয়াত। *সূরা বাকারার ২৮৪, ২৮৫ ও ২৮৬* **মুখস্ত করে ফেলি। ভালো করে অর্থ বুঝে নেই। প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝার চেষ্টা করি। সালাতে এই ৩ টি আয়াত তেলাওয়াত করি। ঘুমানের আগে** *সূরা ফাতেহা (একটি নূর) ও সূরা বাকারার ২৮৫ ও ২৮৬ (আর একটি নূর)* **তেলাওয়াত করি। আল্লাহ উত্তর দিচ্ছেন। সে দিকে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করি।**

আল্লাহ আমাদের গুনাসমূহ মোচন করে দিন, আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করুন। আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের উপর আমাদের বিজয়ী করুন।

আমিন।